ছমিনুল চাচার "হুপ্ চাষী" দর্শন

দিলীপ বাগচী

"এই দ্যাখো চাচা" - বলিয়া রজত খবরের কাগজ হইতে একটা অংশ পড়িয়া বলিল, "বুল্লো তিন কুটি, পেলু অ্যাক কুটি অ্যাকান্ন লাখ টাকা। সেই যে কথায় বলে, লাখ টাকা লাখ টাকা, না দু'কুড়ি দশ টাকা। এ্যাও তুমার গিয়ে সেই বেত্তান্ত।"

চনা বলিল,"যা বলেছ, বলে না সেই - জাত গ্যাল কেন্তুক প্যাট ভল্লু না - ই-ও তাই।"

এই সকল কথা চলার মধ্যেই আমি আসিয়াছিলাম। বিষয়টা যথার্থ বোধগম্য না হওয়ায় চাচাকেই প্রশ্ন করিলাম, "কি ব্যাপার চাচা ? কার পেট ভরলো না ?"

চাচা বিরক্তির সহিত উত্তর দিল, "কি আবার সেই হুপ্চাষী নিয়ি আমার পেছতে নেগিচে।"

'হুপ্চাষী' কথাটা বুঝিতে না পারিয়া রজতের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে রজত হাসিয়া বলিল, "বুঝলেন না তো দাদা ! চাচা 'হোপ ছিয়াশী' দেখে এসেছে। চাচার ইংরিজিতে ওরই নাম হুপ্চাষী !"

চনা বলিল, "চাচী-বৌদিও গিয়েছিল কিন্তু ! কত পোগেছিভ্ দেখুন !"

চাচা রাগিয়া বলিল, "ক্যানে তোর বৌ যে হর হপ্তা পালশো পাড়ায় (নদীয়ার ব্লক শহর পলাশীপাড়া) গিই ছিনিমা দেক্চে ? আমার বিবি কি কেউরির বাপের পয়সায় দেকেচে ? নিজি উজগার করে গিইচে !"

আমি বলিলাম, "পাটের ফেঁসো বেচে বুঝি টাকা জমিয়েছিল ?" চনা বলিল, "উম্মা, জানেন না ? চাচী-বৌদি তো খিচুড়ী রান্নার চাকরী পেয়েছে ! রবকুল গুষ্টির কাউরির আর চাকরী দিতি বাকী রাখবে না। চাচাও পেতুক, কিন্তুক বয়েসটা বেশী হই গ্যালো - তাথেই !"

রজত বলিল, "তা ক্যানে, বাড়ীর সম্মাই যতি চাকরী করে, ত্যারে চাষডা দেখবি কে ? উসব বাদ দিয়ি বরন্ চাচা 'হুপ্চাষী'-র বিত্তান্তডা শুনি।"

"হাঁ ! হাঁ !" বলিয়া সায় দিয়া বলিলাম, "চাচা টিকিট পেলে কোথায় ? ও তো কোলকাতার ব্যাঙ্ক থেকে দিচ্ছিল শুনেছি।"

"আমুও কি আর প্যাতাম," বলিয়া চাচা জমকাইয়া বসিয়া আরম্ভ

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

করিল । ''বার কয় 'বিগেড চলো'-তে গিয়ি কোলক্যাতার কডা কমরেট ছুঁড়ার সাতে ভাব হ'য়েলো । আমার গপ্পো শুন্‌তি তারা খুব ভালবাসে । তা তাদের সিখানেই তুমার চাচী-বৌদিরে নিয়ে ওঠলাম । মেলা খাতির কল্লু । বল্লু টিকিট পাওয়া লাকিনি শক্ত । তা বাদে, দু'খুন নাল ব্যাচ্ নিয়ি এসি বল্লু যে বুকে এঁটি ভলুন্টার হ'য়ি ঢুকতি হবে ।''

রজত বলিল, ''অ ! এইবার বোজলাম সব । ঐ ভলান্টার আর পুলিশেই অদ্দেকের বেশী জায়গা খাওয়ায় টিকিট বেশী ব্যাচা যায় নি ।''

চাচা উষ্মার সহিত বলিল,''তা ফিরিতে (ফ্রী-তে) না দেখালি হয়? সারা বছোর পাটির জন্যি হাত-পা ছুঁড়ে, গলা ফেটিয়ে, চেঁচিয়ে অক্ত-কলজে দেবে, মিটিনের নোক জুগাড় করবি, মারামারি করবি, ভুটে জিতাবি - তা সুমায়ে একটু সোন্দর সোন্দর ছুঁড়ীদের লাচ গান না দ্যাকালি হয় ? সিবার বড় যুদ্ধুর সুমায় শোনতাম বিটিশের মেলেটারীর জন্যি ফিরিতে মদ, মাংস, ভাল ভাল খাবার তো দিতুকই, তাপারে, তুমার গিয়ে তাদের মুন ভাল রাখতি মেয়ি মানুষও দিতুক । ক্যাডাররা হলু পাটির মেলেটারী । তা দিগে সন্তুষ্ট না কল্লি পাটি চলবি ?''

দেখিলাম আসল বিষয়টাই মারা যায় । তাই রজতকে কপট তিরস্কার করিয়া কহিলাম,''রজত, চাচা জীবনে যা দেখেছে তার কতটুকু তুমি দেখেছ ? কতটা জান ? যাক, চাচা ! ওর কথা বাদ দাও । সেখানে কি দেখলে তাই বল । প্রথম দিন তো বৃষ্টিতে সব পন্ড ।''

''আর বল ক্যানে বাপধন,'' চাচা আবার খেই ধরিল,''সিদিনডা অ্যানেক নোক টিশনের লাটফারাংয়ে (প্ল্যাটফরমে) হি হি কম্প কত্তি কত্তি কাটিয়েলো । আরু সব কে কমনে ছিলু তার ঠিক নাই । পরের দিন সেই ছুঁড়ারা বল্লু - দাদু একটা বেনুকুলো কেনো । তা পোনোরো ট্যাকা দিয়ি সেই বেনুকুলো একখান কেনলাম ।''

''বেনুকুলো-ডা কি জিনিষ ?''- চনার প্রশ্ন ।

''ঐললের মদ্দি কাঁচ দিয়া । চোখে নাগালি দূরের জিনিষ ছামনে দ্যাকা যায়''- চাচা বুঝাইয়া দিল । বুঝিলাম উহা বাইনোকুলার ! আবার চাচা আরম্ভ করিল, ''তোর চাচী-বৌদি তো মাটে ঢুকি হাঁ ! কি বিশাল মাট ! কতো ক্যারামতির বসার জায়গা ! সন্দে হতি না হতি সে কি আলোর বাহার ! জান্‌লি অজিত, বললি পেত্তয় যাবি নে, জীবনডা সাত্থক ! কডা মেয়ি এসি তোর চাচী-বৌদিরে তাদের কাচে নিয়ি গ্যালো - উরাও তো ভলুন্টার ! দিতি কত্তি

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

তোর 'হুপচাষী' আরম্ব হলু । জতি বোস চেরাগ ধরালু - সিডা আর ভীড় সামলাতি গিয়ি দ্যাকা হয় নি । আর টেজ তো তোর ম্যালা দূরে ! নোক এলু কি গ্যালো, কিচুই বুজা যায় না । কডা গান গাইলো - নতা না কে - ভারী মিষ্টি গলা - তার শ্যাষের গানডা শুনি বুকডা হু হু করি উঠ্‌লো । এমুন সুমায় হটাৎ হৈ হৈ নেগি গ্যালো ! পরী হুরীর লাচ হবি মুনে করে যেই বেনুকুলোডো চোকে নেগিয়েচি কি ওমনি পাশ থাকি এক ছুঁড়া সিডা কেড়ি নিয়ি বল্লু - 'বুড় মানুষ, ডব্‌কা ছুঁড়ীর লাচ দেক্‌তি লজ্জা করে না' - বলেই সিডা নিয়ি খসি পল্লু। তুরাই বল্ লজ্জাডা কিসির ? দ্যাকাবার জন্যিই তো এসিচে - না কি ? নাচুন্তির নাজ নাই - দেখুন্তির নাজ ? আর জতি বোসই বা কি এমন ছুক্‌রা ? আমার চেয়ি না হয় পাঁচ-সাত বছোর কম । তা সে যে ঐ সোন্দর সোন্দর নাচুনী ছুঁড়ীদের পাশে বসি ফচ্ ফচ্ করি ছবি তুল্‌লু - সে সব ছবি তো, মুনে কর গিয়ে, পদ্দিন কাগজে ছেপিয়ে দিলু । সম্মাই দেখলু । কৈ তার তো নজ্জা হলু না ! যতো দুষ চাচা দেখ্‌লি ? জতি বোস তো সারা আত্ ধরি দেখলু ।''

আমি বলিলাম, ''সে তো বটেই । কিন্তু তুমি তো ভাল করে দেখতে পেলে না । তা চাচী-বৌদির কিরকম দেখা হ'ল ?''

''সেও ভাল দেখতি পায় নি বাপধন । তাপারে মুনে কর তার খুব ইচ্ছে ছেলো বচন রে দেখবি । তা সে নাকি আগের দিনই ফিরে গিয়েলো । তবে এক সুমুন্দী গান ধরেলো - ইয়াব্বাপ্ ! কী চীচকার - আর গলা দিয়ি চার পাঁচরকম আওয়াজ - য্যান ঘুড়া কি গাদার ডাক ! উই আবার গান ! সিদিকে টেজে য্যাকুন ঐসব চলচে, ত্যাকুন মাটে ছোঁড়া ছুঁড়ীরা কোমর দুলিয়ে নাচচে, কেউ কেউ বোতল খুলে বসাইচে, কুতাও বা ছেলি-মেয়ি জাপ্‌টা-জাপ্‌টি কচ্চে । কেন্তুক ভলুন্টাররা খুব কড়া ! বেচাল দেখলি সিখানে গিয়ি বলচে -'এ্যাও সামলে কর ! কাগজের নোক যেতি ছবি তোলে কিম্বা লশকালরা জানতি পায় ত্যাবে মাইনাচ্ কদ্দেবু ! দেকচুনা সব ঘ্যামা ঘ্যামা নোক আচে !' - জানো বাপধন 'মাইনাচ করা' হলু খুন করা আর 'ঘ্যামা' মানে মস্তো । ওঃ কোলকেতার নোক সব কতাও এক একখান বের করে বটে !''

চনা ফুট কাটিল, ''চাচা তাহলে টেজের গান মাইকে শুন্‌লে আর নাচ্ ফাচ্ চারপাশে দেখলে ?''

চাচা তাহার কথা কানে না তুলিয়া রজতের দিকে ফিরিয়ে একটু চাপা সুরে কহিল, ''জানলি অজত, কোলক্যাতার সেই কমরেট ছুঁড়ারা বুলছ্যালো, নাকি সেই বিগেড মাট ঘিরে দিয়ি ম্যালা বসাবি । কিসির ম্যালা জানিস ?

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

উপোগাচি না সুনাগাচি আচে, সিখানকার - তাপারে বুম্বাই, দিল্লী এই সব জায়গার সব নাইছেন করা মেয়িমানুষদের ম্যালা । তার চারপাশে নাকি ট্যাকসো ফিরি মালের দুকান বসিয়ে ছেরেকেল্লা বেদিয়ে দেবে । উবিশ্যি তারও নাইছেন থাকবি । ইতে নাকি সাতদিনে দশ কুটি ট্যাকা আদাই হবি ।''

রজত বলিল, ''ধুর্ কি যে সব গ্যাঁজাখুরী কতা বলো ! গরমেন্ট তাই করে নাকি ? ইতে ছেলে পিলের মাতা খাওয়া হবে না ?''

চাচা বলিল,''তা ক্যানে ? বানে কত নোকের সব্বোনাশ হয়িচে একবার ভাব্ দি'নি ! কম ট্যাকা দরকার ! কিভাবে আস্চে তা দ্যাখার দরকার কি ? কতো বেশী ট্যাকা এলু, সিডাই আসল কতা । তা বাদে মুনে কর, ঐ সব নাইছেন করা মেয়ি মানুষরা কি ব্যবসা কচ্চে না ? সিখানে নোক যেছে কি না ? যারা যেছে তারা কি কেত্তন শুনতি যেছে ? গ্যাজা-মদের দুকানের জন্যি গরমেন্ট নাইছেন দিছে কি না ? সিখানে কি নোক চন্নামেত্ত যেতি যেছে । নোকরে এট্টুখান আনন্দ দিয়ি যেতি কিছু ট্যাকা আসে তাতে খেতিড়া কি ? অতো কাটমুল্লাগিরি কল্লি চল্বি ? এই যে মুনে কর্ 'হুপচাষী' নিয়ি কত অঙ্গ-অহস্য চল্চে ! কেন্তুক ঐ সব লাচ-গান কি উরা ছিনিমায় দেখাইচে না ? ছিনিমায় দেখাতি গরমেন্ট নাইছেন দিছে না ? টি বি-তেও তো দ্যাখাইচে ! আসুলে তুরা হয় লশকাল, না হয় কংগেছ ! য্যাতো ধম্মোকতা আর নীতিকতা, সব শোন্বা লশ্কালদের মুখি । ঐ জন্যিই তো শালোদের ছাপোটার কমচে ! পোলুয়ার পাশে কি পেঁপু সিদ্দ চলে ? আর কংগেছেও আজকাল মাজে মাজে লশ্কালদের মতু কতা বুলচে । কেন্তুক সিডা উদের আসল কতা লয় । হালে পানি পেছে না, তাথেই মাজে মাজে ধম্মোকতা আউরে ভজাতি চায় - সিডাও আবার এই দ্যাশেই । তা না হ'লি ঐ সব বচন-মচনের গুষ্টিরে ভুটে ডাঁর করিয়ে জিতালু ক্যানে - আর উরা ভুট পেলুই বা কোন্ ধম্মো কম্মো করার জোরে - এ্যাঁ ! তুই-ই বল ক্যানে ! তাবাদে ধরো গিয়ে, আজীবও তো - 'হুপচাষী' যাথে ভালভাবে হয় তার বেবুস্তা কল্লু কিনা !''

চনা বলিল, ''না, তা করিচে !''

''ত্যাবে ! ত্যাবেই বুজে দ্যাক ! বান ভাসা নোকের কষ্টো তো সে নোকটা নিজে দেকেচে । তার মুনেও তো দুঃখু আচে । সুমান বিপদের সুমায় কংগেছ ছি পি এম এক হবেই । ছি পি এম-ও তো এগুতে চাষী-মজুরের লাটক আর গান কত্তুক । এই হাটতলাতেই তো কতোবার দেকিচি । সে য্যাকুন মন্ত্রী হতি পারেনি, ত্যাকুন । মন্ত্রী টন্ত্রী হ'য়ি বুজতি পেরিচে যে শুদু একতরফা

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

গাইলে চলবি না। শুদু গতর থাকলি দ্যাশের উন্নতি হয় না - ট্যাকাও দরকার! আর সেই ট্যাকা ঐ সব চাষী মজুরের নাইকু - আচে টাটা-বিড়লা-আমেরিকানদের কাচে - তাদেরও মন ভজাতি হবে। এই সুজা কতাডা বুজতি পারার পরই গরম কেটি গিইচে। বেশ মানিয়ে চলচে। বড়নোকদের মন তুষ্টু করার নেগে যে সব পুজু দিতি হয়, দিছে এ্যাকুন।''

চনা বলিল, ''তাহলে চাচা তোমার পাটি আর গরীবের পাটি লয় - কি বল ?''

চাচা রাগিয়া বলিল, ''পাটি গরীবের বৈ কি ! কেন্তুক সরকারডা সম্মায়ের। গরমেন্ট তাই সম্মায়ের কতাই ভাবে। সিবার দেকলি নে - পাটের দাম হাজার টাকা ক'দ্দিয়ে চাষীর মুকে হাসি ফুটিয়ে দিলু, আবার তারপরই চটকল বন্দো করে মালিকরা বেবুস্তা করে নিলু ! সরকার মালিকদিগে কিচুই বল্লু না ! ক্যানে ? না, সরকার সম্মায়ের। এই তো কদিন আগে টি বি তে দ্যাখলাম অবিঠাকুরকে নিয়ি কতডা আস্তা হেঁটি গ্যাল। তাথেই তো সেই নোকটা বিশ্বকবি হ'লু ! তাথে ভাল ভাল নোকের মন সন্তুষ্টু হ'লু। আবার এই 'হুপচাষী' হুটুপাটা ক'দ্দিলু - উটতি ফেসানের ছুঁড়া-ছুঁড়ীদের দিল্‌ডা ভালু হলু। সরকারকে মুনে কর, সব দিকই সামলাতে হবে। এই মুনে কর, ওষুদের দুকানের নাইছেন দি'চে - নোকের ওগ সাচ্চে - আবার তুমার গিয়ে, মদ-গ্যাজার দু'কানেরও নাইছেন দি'চে সেই একই সরকার ! ঠিক কি না ? বাপধন, তুমিই বল।''

চাচার অকাট্য যুক্তি না মানিয়া উপায় কি ! কিন্তু রজত হঠাৎ বে-আক্কেলের মত বলিয়া বসিল, ''তাহলি চাচা, তোমার পাটির গরমেন্ট দিয়ে বিল্বমও (চাচা বিপ্লবকে বিল্বম বলে) হবে, আবার বিল্বমের দফা নিকেশও হবে ! - না, কি বলচু ? সরকার তো দু'তরপেরই।''

চাচা রাগিয়া বলিল, ''সুমুন্দীর বিল্বমের নিকুচি করিচে ! বিল্বম হলু আর না হলু - তাতে তোর বাপের কি ? বিল্বমের তেইশ মারা গেলিই বা তোর কি ? বিল্বম যবে হবে হবে, না হবে তো না হবে ! কেন্তুক ন্যাতা গুনু ক্যামন সেজিয়ে দিইচি দ্যাক ! বালেস্টার, ডাক্তার, পোফেছার - এ্যাঁ ! চোক ফিরাতে পারবি নে ! জান্‌লি চনা, সিবারে সেই ছোটকত্তার সাতে জমি নিয়ে মামলা বেদেলো। - তা পেমোদা (প্রেমদা) বাবুরে উকীল দিলাম। ইয়া লাশ ! গায়ের অং য্যান আলকাতরা ! চোক দুটু য্যান দু'খুন নাল বলের মতু ঘুরচে ! গোঁপ দু'টু ঠিক দুগ্‌গো ঠাকুরের পায়ের নীচির অসুরের মতু ! কেন্তুক, মামলায় হেরি

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

গ্যালাম ! বটগাচের নীচি মুক শুকনু করি বসি আচি - তো লগেন মুহুরী এসি পিঠি এক থাব্ড়া মেরি বললু - 'দ্যাক ছমিনুল, মামলায় হেরিচিস - তাথে দুসকু নেই - কেন্তুক উকীলডা ক্যামন ছিলু বল্ দিনি ! য্যামুন চিহারা, তেমনি হুঁক্কা ষাঁড়ের মতু গলার রজ (আওয়াজ) ! দেক্লি তো, হাকিম পজ্জুন্তো থত্থর করি কাঁপচে ! য্যামুন কঠিন ইংরিজি, তেমনি হুঁক্কার ! সুমুন্দী কিচু বুজ্তি না পেরি ঘেবড়ে গিয়ি তোরে হেরিয়ে দিলু ।' - কতাডা ঠিকই ছিলুরে চনা ! বুজলি ! এদেশে যতি বিল্লম না হয়, ত্যাবে বুজ্তি হবে নোকের দোষ । শালোরা ন্যাতার উপ (রূপ) আর রজ (আওয়াজ) দেকে শুনে আসুল কতাডাই বুজতি পারে নি !"

চনা বলিল, "তা চাচা আমরা কি ম্যালা দূরের জিনিষ দেকতি পাই ? বিল্লমডা কতদূরে, ভাব দি'নি ! তাউ যতি সেই 'হুপচাষী' দেখার বেনুকুলোডা আন্তে পাত্তে, তো সম্মায় মিলে দ্যাখতাম !"

চাচা হাসিয়া বলিল, "ধুর হারামজাদা ! অ্যাতোখুনে এই বুজলি!"

[অনীক (ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭) পত্রিকার সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।